দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

চিঠিপত্র letters.ittefaq

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈশকালীন পরীক্ষা প্রসঙ্গে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার নামে ক্রাশ প্রোগ্রাম, সকালে ক্লাস, বিকেল ও ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণ, কোর্স সম্পন্ন না করে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ছাত্র-শিক্ষকদের নাভিশ্বাস উঠছে। বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের অনার্সের শিক্ষার্থীরা সিলেবাস পেলেও বই বের না হতেই পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল বিপর্যয় ঘটছে। সরকারি-বেসরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ-ধরনের সিদ্ধান্ত সত্যি দুঃখজনক। ২০১৩ সালের মাস্টার্স ১ম-পর্ব, ২০১২ সালের মাস্টার্স শেষ পর্ব, ২০১৪ সালের অনার্স ১ম বর্ষের বিশেষ পরীক্ষা ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত রুটিন দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেয়। কেন্দ্র পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় ভাওয়াল কলেজের পরীক্ষার্থীরা টঙ্গী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেন। ভাওয়াল কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভালুকা, কালিয়াকৈর ও কাপাসিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের। ২৫ অক্টোবরে ৫টা ৩২ মিনিটে সূর্যাস্ত। অথচ ৬টার পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র জমা দিয়ে ৬টা ১৫ মিনিটে কেন্দ্র থেকে বের হয়ে সান্ধ্যকালীন দুঃসহ যানজট পেরিয়ে পরীক্ষার্থীদের রাত ১০/১১ টায় বাসায় ফিরতে হবে। পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ডাক বিভাগ, ট্রেজারি ও পুলিশ বিভাগ। কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র ও ওএমআর প্যাকেট ও সিলগালা করে রাতে জমা দিতে রাত ৯টা-১০টা বেজে যায়। আবার ক্লাস চালু থাকায় শিক্ষকদের ভোর ৬/৭টায় বাসা থেকে বের হয়ে রাত ১০টায় বাসায় ফেরা কতটা যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী জানলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। গত ৫সেপ্টেম্বর ছিল জন্মাষ্টমীর ছুটি, শুক্রবারের সঙ্গে দু'দিন ছুটি পাওয়ায় দূরদূরান্তে কর্মরত শিক্ষকরা যখন পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত, তখন ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ২টায় মাস্টার্স পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করা হলো। দেড়টায় জুমার নামাজ, ছুটির দিনে ট্রেজারি অফিস ও ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ ১২টায় প্রশ্ন দেওয়া, রাত ১০টায় উত্তরপত্র ওএমআর গ্রহণে কতটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল সংশ্লিষ্টরাই উপলব্ধি করেছেন। পরিশেষে, এক ব্যক্তিকে একাধিক প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিযুক্ত না করা, বড় পরীক্ষার দিন সকাল সাড়ে ৯টায়, ছোট পরীক্ষায় বেলা ১টা ৩০মিনিটে পরীক্ষা শুরু এবং ৮০ নম্বরের পরীক্ষার সময় চার ঘণ্টার পরিবর্তে সাড়ে তিন ঘণ্টা নির্ধারণ করা হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলের জন্যই মঙ্গলজনক। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বশির আহমেদ,
সহকারী অধ্যাপক, ভাওয়াল কলেজ, গাজীপুর